দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

জাতির জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সর্বোপরি শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী চিহ্নিত করে আসছে যুগ যুগ ধরে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। যে দেশ শিক্ষায় যত বেশী উন্নত সে দেশ সার্বিকভাবে সকল দিক থেকেই তত বেশী উন্নত। বিগত দিনগুলোতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পনাই ছিল না। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের নীতিমালা বা পদ্ধতি প্রণীত হয়ে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে উন্নত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আজকাল বহু সুব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। কিন্তু এতো কিছুর পরেও যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ব্যাহত হতেই থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক সমগ্র জাতির জন্য। বিগত বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা যে পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছে, তা নিতান্তই প্রশংসার দাবীদার। এতে করে ছাত্র-ছাত্রী যারা বিশেষ করে গ্রামের স্কুলে অধ্যয়নরত তাদের জন্যে এটি সত্যিই আনন্দের বিষয়। কারণ একঘেঁয়েমি পরিবেশ থেকে একটু খোলামেলা পরিবেশে আসতে পারায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে নতুন আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। এতে তাদের মনোবলও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মনোবল বৃদ্ধি শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আগ্রহকে আরও ত্বরান্বিত করছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু দুঃখ হয় এবার প্রাথমিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দদের স্ব স্ব পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ করতে দেখে। এটি সত্যি জাতির জন্য ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারদেরকে এই অশুভ চক্রের বেড়াজালে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়— তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কোন পথে? তাই শিক্ষক, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন, আপনারা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের উচ্চাশাকে এভাবে ধ্বংস করে দেবেন না।

—সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মামুন

মেডিক্যালে ভর্তি ও জেলা কোটা

১৯৮৭-৮৮ ইং শিক্ষাবর্ষে মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে মোট ১২০০ আসনের ৪০০ আসন জেলা কোটার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে এবং তা হবে জনসংখ্যার অনুপাতে, যাতে এলাকাভিত্তিক বৈষম্য না দেখা দেয়। কিন্তু তবুও কথা থেকে যায়।

আমরা জানি, মুঘল আমল তথা অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ শিল্পভিত্তিক বিভিন্ন কাজকর্ম চলে আসছে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে। এ কারণে অতি প্রাচীন কাল থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ঢাকায় আগমন করতে থাকে। ক্রমে এ সমস্ত মানুষ ঢাকা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। এদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী। তাই স্বভাবতঃই মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকার স্থায়ী প্রার্থীর সংখ্যা বেশী হবে। জেলা কোটার ভিত্তিতে যখন আসন পূরণ করা হবে তখন দেখা যাবে, শহরের প্রার্থীরাই ঢাকার জেলা কোটা পাওয়ার জন্য যোগ্য হবে। এভাবে ঢাকার মফঃস্বল অঞ্চলের প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা না-কি দেশের অন্য কোন অঞ্চলে হবে না। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে ঢাকার মফঃস্বল অঞ্চলে ডাক্তারীসহ অন্যান্য শিক্ষার হার প্রায় শূন্যের কোটায় পৌছাবে। কিন্তু জেলা কোটার উদ্দেশ্য তো তা নয়। জেলা কোটার উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন ভর্তি ব্যবস্থা। তাই সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, ঢাকা জেলার মফঃস্বল অঞ্চলের শিক্ষার প্রসার বিবেচনা করে অত্র জেলার মফঃস্বল অঞ্চলের জন্য কোটা নির্ধারণ করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সাথে এ অঞ্চলও যেন শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয় সেদিকে সুনজর রাখেন।

—এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম।